Questions and Answers of Islamic Banking

১। শরী'আহ্ অনুযায়ী "Making money from money„ এর বিধান কী?
উত্তরঃ হারাম (Not permitted)।

২। রিবা শব্দের Literally অর্থ কী?
উত্তরঃ প্রবৃদ্ধি (Any excess)।

৩। ইজারা শব্দের Literally অর্থ কী?
উত্তরঃ কোন কিছু ভাড়া দেয়া।

৪। ওয়াক্ফ শব্দের অর্থ কী?
উত্তরঃ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোন কিছু চিরতরে দান করা।

৫। ইসলামী ব্যাংকিং সেবা কি কেবলমাত্র মুসলমানদের জন্য?
উত্তরঃ না (No)।

৬। ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য কী?
উত্তরঃ (i) অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা ;
(ii) নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ;
(iii) সামাজিক সাম্য ও স্থিতি সংরক্ষণ ;
(iv) একচেটিয়া ব্যক্তি মালিকানা ও জাতীয় মালিকানার বিলোপ।

৭। ইসলামী অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কী?
উত্তরঃ (i) আল্লাহ প্রদত্ত ;
(ii) তাওহীদ ভিত্তিক বিশ্বাস;
(iii) শরী'আহ্ অনুমোদিত নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং
(iv) সম্পদের মালিক আল্লাহ।

৮। ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা কী?
উত্তরঃ ইসলামী ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা উদ্দেশ্যে, মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতির সকল স্তরে ইসলামী শরী'আহ্ এর সকল নীতিমালা মেনে চলতে বদ্ধপরিকর এবং তার কর্মকান্ডের সকল পর্যায়ে সুদ বর্জন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

৯। IDB (The Islamic Development Bank) কোন সনে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তরঃ IDB was established in December 1973 but commenced business activities in October 1975.

১০। IDB (The Islamic Development Bank) প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য কী?
উত্তরঃ সদস্য দেশ গুলোর অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়ন করা।

১১। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশে কোন সনে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তরঃ ১৯৮৩ সালে।

১২। মিশরের মিটগামারে ১৯৬৩ সালে কোন ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তরঃ Savings Bank.

১৩। OIC (Organization of Islamic Cooperation) কোন সনে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তরঃ September 25, 1969.

১৪। OIC (Organization of Islamic Cooperation) দেশসমূহের অর্থমন্ত্রীগণ কোন সনে IDB স্বাক্ষর করেন?
উত্তরঃ ১৯৭৪ সালে।

১৫। AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution) কোন সনে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তরঃ ১৯৯১ সালে।

১৬। IFSB (Islamic Financial Services Board) কোন সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে?
উত্তরঃ ২০০২ সালে।

১৭। INCEIF (International center for Education in Islamic Finance) কোন সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে?
উত্তরঃ ২০০৬ সালে।

১৮। বাংলাদেশে কত সালে কোন ব্যাংক সর্বপ্রথম সুদি ব্যাংক থেকে ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তরিত হয়?
উত্তরঃ ২০০৪ সালে, Export Import Bank of Bangladesh Ltd.

১৯। বাংলাদেশে সর্বশেষ কোন ব্যাংক সুদি ব্যাংক থেকে ইসলামী ব্যাংকে রুপান্তরিত হয়?
উত্তরঃ Standard Bank Ltd ও Global Islamic Bank Ltd.

২০। মুদারাবা ব্যবসায়ে কয়টি পক্ষ থাকে?
উত্তরঃ ০২ (দুই) টি পক্ষ।

২১। মুদারাবা ব্যবসার পক্ষগুলো কারা?
উত্তরঃ (i) সাহিবুল মাল ও
(ii) মুদারিব।

২২। ডিপোজিট বা Customer এর কাছ থেকে আমানত গ্রহণের ক্ষেত্রে Bank কোন পক্ষ হিসেবে কাজ করে?
উত্তরঃ মুদারিব।

২৩। মুদারাবা ব্যবসায়ে লাভ কীভাবে বণ্টিত হয়?
উত্তরঃ As per agreed ratio.

২৪। মুদারাবা ব্যবসায়ে লস কীভাবে বহন করা হয়?
উত্তরঃ As per capital.

২৫। মুদারাবা বিনিয়োগ কাকে বলে?
উত্তরঃ মুদারাবা কারবারে দুটো পক্ষ থাকে যেখানে এক পক্ষ (সাহিবুল মাল/ রাব্বুল মাল) চুক্তি অনুযায়ী মূলধন বা পুঁজি বিনিয়োগ করেন এবং অপর পক্ষ (মুদারিব) তার দক্ষতা, শ্রম ও ব্যবস্থাপনা বিনিয়োগের ভিত্তিতে কারবার বা ব্যবসা পরিচালনা করেন। ব্যবসায়ে লাভ হলে চুক্তি অনুযায়ী পূর্বনির্ধারিত হারে লাভ বন্টিত হয় এবং লোকসান হলে মূলধন সরবরাহকারী উক্ত লোকসান বহন করে কিন্তু মুদারিবের অবহেলাজনিত কারণে লোকসান হলে মুদারিবকেই লোকসানের দায় বহন করতে হয়।

২৬। মুদারাবা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ২য় পক্ষ বা মুদারিবের অবহেলাজনিত কারণে কোন ক্ষতি হলে সেই ক্ষতি কে বহন করবে?
উত্তরঃ মুদারিব।

২৭। মুশারাকা বিনিয়োগ কাকে বলে?
উত্তরঃ যে কারবারে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মূলধন যোগান দেয়, সকলে অথবা কেউ কেউ কারবারে ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় অংশ নিয়ে চুক্তি অনুযায়ী লাভ নেয় এবং লোকসান হলে মূলধন অনুপাতে বহন করে তাকে মুশারাকা বিনিয়োগ বলে।

২৮। মুরাবাহা বিনিয়োগ কাকে বলে?

উত্তরঃ নগদে অথবা ভবিষ্যতে নির্ধারিত কোন সময়ে একসাথে অথবা নির্ধারিত কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের শর্তে বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ের সম্মতিক্রমে ক্রয়মূল্যের উপর নির্ধারিত মুনাফা ধার্য করে নির্দিষ্ট পরিমান শরী'আহ্ অনুমোদিত পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করাকে মুরাবাহা বিনিয়োগ বলে।

২৯। রিবা কত প্রকার?
উত্তরঃ রিবা ০২ (দুই) প্রকার।

৩০। রিবার প্রকারগুলো বলুন।
উত্তরঃ (i) রিবা নাসিয়া ও
(ii) রিবা ফদল।

৩১। রিবা নাসিয়া কাকে বলে?
উত্তরঃ রিবা নাসিয়া হল ঋণের উপর সময়ের প্রেক্ষিতে ধার্যকৃত অতিরিক্ত অর্থ বা পণ্য।

৩২। রিবা ফদল কাকে বলে?
উত্তরঃ হাতে হাতে সমজাতীয় পণ্য বা অর্থ বিনিময়ের ক্ষেত্রে যদি অতিরিক্ত পণ্য বা অর্থের জন্ম দেয়া হয় তবে তাকে রিবা ফদল বলে।

৩৩। রিবা নাসিয়া নিষিদ্ধ হয়েছে কীসের দ্বারা?
উত্তরঃ আল-কুরআনের দ্বারা।

৩৪। রিবা ফদল নিষিদ্ধ হয়েছে কীসের দ্বারা?
উত্তরঃ আল-হাদিসের দ্বারা।

৩৫। রিবা নিষিদ্ধ সংক্রান্ত সূরা আল-বাক্বারাহ এর ২৭৫ নং আয়াতটি বলুন।
উত্তরঃ আয়াত ২৭৫- الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

অর্থঃ যারা সুদ খায়, তারা তার ন্যায় (কবর থেকে) উঠবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দেয়। এটা এ জন্য যে, তারা বলে ক্রয় বিক্রয় সুদের মতই। অথচ আল্লাহ কারবারকে হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতঃপর যার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশবাণী পৌঁছল এবং সে বিরত হল, পূর্বে যা (সুদের আদান-প্রদান) হয়ে গেছে, তা তারই, তার বিষয় আল্লাহর জিম্মায় এবং আর যারা পুনরায় আরম্ভ করবে তারাই আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

৩৬। রিবা নিষিদ্ধ সংক্রান্ত সূরা আর-রুম এর আয়াতটি বলুন।

উত্তরঃ আয়াত ৩৯ - وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (39)

অর্থঃ মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এই আশায় তোমরা সুদে যা কিছু দাও, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র অন্তরে যারা দিয়ে থাকে, অতএব, তারাই দ্বিগুণ লাভ করে।

৩৭। রিবা নিষিদ্ধ সংক্রান্ত সূরা আন্-নিসা এর আয়াতটি বলুন।
উত্তরঃ আয়াত ১৬১- عَذَابًا مِنْهُمْ لِلْكَافِرِينَ وَأَعْتَدْنَا ۚ بِالْبَاطِلِ النَّاسِ أَمْوَالَ وَأَكْلِهِمْ عَنْهُ نُهُوا وَقَدْ الرِّبَا وَأَخْذِهِمُ أَلِيمًا

অর্থঃ আর এ কারণে যে, তারা সুদ গ্রহণ করত, অথচ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল এবং এ কারণে যে, তারা অপরের সম্পদ ভোগ করত অন্যায় ভাবে। বস্তুত; আমি কাফেরদের জন্য তৈরী করে রেখেছি বেদনাদায়ক আযাব।

৩৮। রিবা নিষিদ্ধ সংক্রান্ত সূরা আল-ইমরানের আয়াতটি বলুন।
উত্তরঃ আয়াত ১৩০-
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضْعَـٰفًا مُّضَـٰعَفَةً ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থঃ হে মুমিনগণ! তোমরা সুদ খেও না ক্রমবর্ধিতভাবে, আল্লাহকে ভয় কর যেন তোমরা সফলকাম হতে পার।

৩৯। বাংলাদেশে Full Fledged Islamic Bank কয়টি?
উত্তরঃ ১০ টি।

৪০। ইসলামী অর্থনীতি কাকে বলে?
উত্তরঃ ইসলামী অর্থনীতি হলো একটি সামাজিক বিজ্ঞান যা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করে।

৪১। রিবা বিষয়ক কয়েকটি হাদিস বলুন।
উত্তরঃ রিবা বিষয়ক কয়েকটি হাদিস হলোঃ
(i) জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সুদ গ্রহীতা, সুদ দাতা, সুদের লেখক ও সুদের সাক্ষী সকলের উপর অভিশাপ প্রদান করেছেন এবং বলেছেন, তারা সকলেই সমান অপরাধী। (সহীহ মুসলিম)

(ii) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তাঁর অধিকার হিসেবে চার শ্রেণীর ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না এবং তার নেয়ামতের স্বাদও আস্বাদন করাবেন না।
(১) শরাব পানে অভ্যস্ত ব্যক্তি;

(২) সুদখোর ব্যক্তি;
(৩) ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারী;
(৪) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান। (মুস্তাদরাকে হাকিম)

(iii) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, ইসরার রাতে (শবে মিরাজে) আমি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম, যাদের পেট ছিল সাপে ভর্তি ঘরের মত; পেটের বাইরে থেকে সাপগুলো দেখা যাচ্ছিল। তখন আমি বললাম, হে জিবরাইল! এরা কারা? তিনি জবাব দিলেন, এরা হলো সুদখোর।
(ইবনে মাজাহ)

(iv) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক জিনিস থেকে বিরত থাকবে। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সেই সাতটি জিনিস কী কী? তিনি বললেন, সেগুলো হচ্ছেঃ
(১) আল্লাহর সাথে শরীক করা;
(২) জাদু করা;
(৩) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা;
(৪) সুদ খাওয়া;
(৫) ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা;
(৬) জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা এবং
(৭) কোন সতী-সাধ্বী মুমিন মহিলাকে অপবাদ দেয়া। (সহীহ বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ)

(v) অবশ্যই মানুষের কাছে এমন এক যুগ আসবে তারা মসজিদ গুলোতে একত্রিত হবে এবং সালাত আদায় করবে কিন্তু তাদের মধ্যে একজনও মুমিন নেই অথচ বহু মানুষ সেখানে সালাত আদায় করছে। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর এই কথা শুনে সাহাবীরা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কোন সময়ে এ ধরনের বিপর্যয়কর পরিস্থিতি আসবে হে আল্লাহর রাসুল! তখন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, যখনঃ
(১) ঐ মুসল্লিরা সুদ খাব এবং
(২) সুউচ্চ অট্টালিকা (বহুতল বাড়ি ও শপিংমল) নির্মাণ করবে। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা)

৪২। রিবা কাকে বলে?
উত্তরঃ ইসলামী শরী,আহ্-এর পরিভাষায় – একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য প্রদেয় ঋণের উপর পূর্ব নির্ধারিত আসলের অতিরিক্ত যে অর্থ আদায় করা হয় তা হল রিবা বা সুদ।

৪৩। চক্রবৃদ্ধি সুদ হারাম হওয়ার আয়াতটি বলুন।
উত্তরঃ সূরা আল-ইমরান আয়াত ১৩০- يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوا۟ ٱلرِّبَوٰٓا۟ أَضْعَـٰفًا مُّضَـٰعَفَةً ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
অর্থঃ হে মুমিনগণ! তোমরা সুদ খেও না ক্রমবর্ধিতভাবে, আল্লাহকে ভয় কর যেন তোমরা সফলকাম হতে পার।

৪৪। বাংলাদেশের Central Bank এর নাম কী?

উত্তরঃ Bangladesh Bank.

৪৫। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাকে বলে?
উত্তরঃ যে ব্যাংক দেশের অর্থ সরবরাহ এবং আর্থিক নীতি নিয়ন্ত্রণ করে, সরকারের সরকারী আর্থিক পরিকল্পনা গুলো পরিচালনা করে, অন্য ব্যাংক-এর ব্যাংকার এবং Last Resort হিসেবে কাজ করে তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে।

৪৬। আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক কবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে?
উত্তরঃ ১৮ জুন, ১৯৯৫ সালে।

৪৭। শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক কবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে?
উত্তরঃ মে ১০, ২০০১ সালে।

৪৮। Social Islamic Bank Ltd কবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে?
উত্তরঃ ২২ নভেম্বর, ১৯৯৫ সালে।

৪৯। ব্যাংক আমানত কাকে বলে?
উত্তরঃ গ্রাহক কর্তৃক বা আমানতদার কর্তৃক তার সঞ্চয়ী অর্থ কোন ব্যাংকে জমা রাখা হলে তাকে ব্যাংক আমানত বলে।

৫০। ব্যাংক হিসাব বলতে কী বুঝি?
উত্তরঃ ব্যাংকে আমানতকারীর নামে যে হিসাব খোলা হয় তাকে ব্যাংক হিসাব বলে।

৫১। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কয়টি নীতির ভিত্তিতে আমানত গ্রহণ করে?
উত্তরঃ ০২ (দুই) টি নীতির ভিত্তিতে।

৫২। আমানত সংগ্রহের নীতিগুলো কী?
উত্তরঃ (i) আল ওয়াদিয়াহ্ নীতি এবং
(ii) মুদারাবা নীতি।

৫৩। আল ওয়াদিয়াহ্ অর্থ কী?
উত্তরঃ আমানতকারীর জমাকৃত অর্থ ব্যবহারের অনুমতিসহ ব্যাংক-এ আমানত রাখা।

৫৪। মুদারাবা অর্থ কী?
উত্তরঃ মুদারাবা শব্দটি `দারবুন, থেকে এসেছে। এর অর্থ আল্লাহর রহমতের তালাশে সফর করা।

৫৫। Cash Waqf Certificate বলতে কী বুঝ?

উত্তরঃ বিত্তবান মুসলমানরা তাদের সঞ্চয়ের একটি অংশ দিয়ে এ certificate করতে পারেন। ইসলামী নীতির ভিত্তিতে কোন ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক বা দানের উদ্দেশ্যে কোন সম্পদ হস্তান্তর করাকে ওয়াক্ফ বলে।

৫৬। বিনিয়োগ বলতে কী বুঝ?
উত্তরঃ বিনিয়োগ মানে অর্থ দ্রব্যে অথবা দ্রব্য অর্থে রূপান্তরিত হয়ে বিনিয়োগদাতার কাছে লাভ/ ক্ষতি সহ ফেরত আসা।

৫৭। ইসলামী ব্যাংকিং কয়টি নীতির ভিত্তিতে অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে?
উত্তরঃ ইসলামী ব্যাংকিং প্রধানত ০৩ (তিন) টি নীতির ভিত্তিতে অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে।

৫৮। ইসলামী ব্যাংকের প্রধান ০৩ (তিন) টি বিনিয়োগ পদ্ধতি কী?
উত্তরঃ (i) Bai Mechanism;
(ii) Share Mechanism;
(iii) Lease Mechanism.

৫৯। বাই মুরাবাহা কত প্রকার?
উত্তরঃ ০২ (দুই) প্রকার।

৬০। বাই মুরাবাহার প্রকারগুলো কী?
উত্তরঃ (i) বাই মুরাবাহা বিন নাকদ ও
(ii) বাই মুরাবাহা বিল আজল।

৬১। লেনদেনকারী পক্ষের দিক থেকে বাই মুরাবাহা কত প্রকার?
উত্তরঃ ০২ (দুই) প্রকারঃ
(i) সাধারণ বাই মুরাবাহা
(ii) আদেশ ও প্রতিজ্ঞার দিক থেকে বাই মুরাবাহা।

৬২। Bai Mechanism নীতির আওতায় বিনিয়োগ পদ্ধতিগুলো কী কী?
উত্তরঃ (i) বাই মুরাবাহা;
(ii) বাই মুয়াজ্জাল;
(iii) বাই সালাম এবং
(iv) বাই ইসতিসনা।

৬৩। Share Mechanism এর আওতায় বিনিয়োগ পদ্ধতিগুলো কী?
উত্তরঃ মুদারাবা ও মুশারাকা।

৬৪। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় অগ্রীম বেচা-কেনা জায়েজ কি না?
উত্তরঃ জায়েজ। যেমন – বাই সালাম।

৬৫। মুদারাবা কত প্রকার ?
উত্তরঃ মুদারাবা ০২ (দুই) প্রকার।

৬৬। মুদারাবার প্রকারগুলি কী কী?
উত্তরঃ (i) মুদারাবা মুতলাক ও
(ii) মুদারাবা মুকাইয়েদাহ।

৬৭। মুশারাকা কত প্রকার?
উত্তরঃ মুশারাকা প্রধানত ০২ (দুই) প্রকার।

৬৮। মুশারাকার প্রকারগুলি কী কী?
উত্তরঃ (i) শিরকাতুল মিল্ক ও
(ii) শিরকাতুল উকুদ।

৬৯। শিরকাতুল উকুদ কত প্রকার?
উত্তরঃ চার প্রকারঃ
(i) শিরকাতুল ইনান;
(ii) শিরকাতুল মুফাওদাহ;
(iii) শিরকাতুস সানায়ী এবং
(iv) শিরকাতুল ওয়াজুহ্।

৭০। শিরকাতুল ইনান কাকে বলে?
উত্তরঃ কোন অংশীদারী কারবারে প্রত্যেক অংশীদারের লাভ, মূলধন, ব্যবসায়ে সময় দান ও দায়িত্ব-কর্তব্য যদি অসমান হয়, সেই অংশীদারী কারবারকে শিরকাতুল ইনান বলে। এক্ষেত্রে, অংশীদারগণের লাভের অংশ নির্দিষ্ট থাকবে এবং ব্যবসায়িক লোকসানের দায়ভার সকল পক্ষকে মূলধনের আনুপাতিক হারে বহন করতে হবে।

৭১। শিরকাতুল মুফাওদাহ কাকে বলে?
উত্তরঃ যে কারবারের অংশীদারগণ সমপরিমান মূলধন যোগান দেয়, কারবারে সমভাবে অংশগ্রহণ করে তাকে শিরকাতুল মুফাওদাহ বলে।

৭২। শিরকাতুস সানায়ী কাকে বলে?
উত্তরঃ একই পেশার দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যখন কোন অংশীদারী পেশাভিত্তিক কারবার শুরু করে এবং কাজ থেকে প্রাপ্ত আয় চুক্তি অনুসারে ভাগ করে নেয় তাকে শিরকাতুস সানায়ী বলে।

৭৩। শিরকাতুল ওয়াজুহু কাকে বলে?
উত্তরঃ যে কারবারে পুঁজি ব্যতীত সুনাম, পরিচিতি, মর্যাদা ও বিশ্বস্থতার ভিত্তিতে বাকীতে পণ্য সামগ্রী ক্রয় করে নগদে বিক্রি করা হয় এবং লাভ-লোকসান পূর্ব নির্ধারিত হারে ভাগ করে নেয় তাকে শিরকাতুল ওয়াজুহু বলে।

৭৪। শরী,আহ্ এর লক্ষ্য কী?
উত্তরঃ To promote the welfare of the people which lies in safe guarding their faith, life, intellect, prosperity and property.

৭৫। বীমা কাকে বলে?
উত্তরঃ Insurance is a financial arrangement that redistributed the cost of unexpected losses.

৭৬। বীমা কত প্রকার?
উত্তরঃ বীমা তিন প্রকারঃ
(i) জীবন বীমা;
(ii) সাধারণ বীমা এবং
(iii) সামাজিক বীমা।

৭৭। জীবন বীমা কাকে বলে?
উত্তরঃ জীবন বীমা হল এমন একটি চুক্তি যেখানে প্রিমিয়াম পরিশোধের প্রতিদান হিসেবে বীমাকারী বীমাগ্রহীতার মৃত্যুতে অথবা নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

৭৮। সাধারন বীমা কাকে বলে?
উত্তরঃ সাধারন বীমার পলিসি হচ্ছে বীমাকারী ও বীমাগ্রহীতার মধ্যে এমন একটি চুক্তি যাতে বীমাগ্রহীতা নির্দিষ্ট পরিমান প্রিমিয়াম দিবেন যার বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পলিসিতে বর্ণিত কারন দ্বারা বীমাকৃত সম্পত্তির ক্ষতি ঘটলে বীমাকারী বীমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে।

৭৯। ইসলামী বীমা কাকে বলে?
উত্তরঃ ইসলামী বীমা একদল সদস্যের মধ্যে এমন একটি চুক্তি যাতে তারা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের জন্য চুক্তিতে উল্লেখিত ক্ষতি বা লোকসানের ক্ষতিপূরণের যৌথ জিম্মাদারি নিতে সম্মতিভুক্ত হয়।

৮০। ইসলামী বীমা কত ধরনের?
উত্তরঃ ০২ (দুই) ধরনেরঃ
(i) ইসলামী জীবন বীমা এবং
(ii) ইসলামী সাধারন বীমা।

৮১। শরী‘আহ্ এর বিধানগুলো সাধারনত কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত?
উত্তরঃ শরী‘আহ্ এর বিধানগুলো সাধারনত ০৩ (তিন) টি শ্রেণীতে বিভক্তঃ

(i) ইবাদাত;
(ii) মু,আমালাত ও
(iii) বিচার ও দণ্ড সংক্রান্ত বিধান।

৮২।। ইমাম শাতেবী শরী,আহ্ এর উদ্দেশ্যকে কয়ভাগে ভাগ করেছেন?
উত্তরঃ ০৩ (তিন) ভাগেঃ

(i) জরুরিয়্যাত;
(ii) হাজিয়াত ও
(iii) তাহসিনিয়াত।

৮৩। ইসলামী ব্যাংকিং এর ০৪ (চার) টি বৈশিষ্ট্যের কথা বলুন।
উত্তরঃ (i) সুদমুক্ত;
(ii) গারারমুক্ত;
(iii) জুয়ামুক্ত ও
(iv) শরী‘আহ্ অনুমোদন করে না এমন ব্যবসা ইসলামী ব্যাংক করে না।

৮৪। ব্যবসা কাকে বলে?
উত্তরঃ লাভের আশায় লোকসানের ঝুঁকি নিয়ে মুদ্রার বিনিময়ে মাল ক্রয় বিক্রয় করাকেই ব্যবসা বলে।

৮৫। ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে আল-কুরআনের কয়েকটি আয়াত বলুন।
উত্তরঃ (i) <u>সুরা মুযাম্মিল, আয়াত ২০;</u>

النَّهَارَ وَ الَّيْلَ دِّرُيُقَ اللهُ وَ ؕ مَعَکَ الَّذِيْنَ مِّنَ طَآئِفَةٌ وَ ثُلُثَهٗ وَ نِصۡفَهٗ وَ الَّيْلِ ثُلُثَىِ مِنۡ اَدۡنٰى تَقُوۡمُ اَنَّکَ يَعۡلَمُ رَبَّکَ اِنَّ
خَرُوۡنَاۙ وَ ۙ مَّرۡضٰى مِنۡكُمۡ سَيَكُوۡنُ اَنۡ عَلِمَ ؕ الۡقُرۡاٰنِ مِنَ تَيَسَّرَ مَا فَاقۡرَءُوۡا عَلَيۡكُمۡ فَتَابَ تُحۡصُوۡهُ لَّنۡ اَنۡ عَلِمَ ؕ
وَ ۙ مِنۡهُ رَتَيَسَّ مَا فَاقۡرَءُوۡا ۚۖ اللهِ سَبِيۡلِ فِىۡ يُقَاتِلُوۡنَ اٰخَرُوۡنَ وَ ۙ اللهِ فَضۡلِ مِنۡ يَبۡتَغُوۡنَ الۡاَرۡضِ فِى يَضۡرِبُوۡنَ
هُوَ اللهِ نۡدَعِ تَجِدُوۡهُ خَيۡرٍ مِّنۡ لِاَنۡفُسِكُمۡ تُقَدِّمُوۡا امَ وَ ؕ حَسَنًا قَرۡضًا اللهَ اَقۡرِضُوا وَ الزَّكٰوةَ اٰتُوا وَ الصَّلٰوةَ اَقِيۡمُوا
﴾٢٠﴿ رَّحِيۡمٌ غَفُوۡرٌ اللهَ اِنَّ ؕ اللهَ اسۡتَغۡفِرُوا وَ ؕ اَجۡرًا اَعۡظَمَ وَّ خَيۡرًا

নিশ্চয় তোমার রব জানেন যে, তুমি রাতের দুই তৃতীয়াংশের কিছু কম, অথবা অর্ধরাত অথবা রাতের এক তৃতীয়াংশ সালাতে দাঁড়িয়ে থাক এবং তোমার সাথে যারা আছে তাদের মধ্য থেকে একটি দলও। আর আল্লাহ্ রাত ও দিন নিরূপণ করেন। তিনি জানেন যে, তোমরা তা করতে সক্ষম হবে না। তাই তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন। অতএব তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়। তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে। আর কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে, আর কেউ কেউ আল্লাহর পথে লড়াই করবে। অতএব তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়। আর সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে

উত্তম ঋণ দাও। আর তোমরা নিজেদের জন্য মঙ্গলজনক যা কিছু অগ্রে পাঠাবে তোমরা তা আল্লাহর কাছে পাবে প্রতিদান হিসেবে উৎকৃষ্টতর ও মহত্তর রূপে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(ii) সুরা জুমুআ, আয়াত ১০;

لِحُونَتُفْ لَعَلَّكُمْ كَثِيرًا اللَّهَ وَاذْكُرُوا اللَّهِ فَضْلِ مِنْ وَابْتَغُوا الْأَرْضِ فِي فَانْتَشِرُوا الصَّلَاةُ قُضِيَتِ فَإِذَا

(অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।)

(iii) সুরা নূর, আয়াত ৩৭;

الْقُلُوبُ بِهِفِيِ تَتَقَلَّبُ يَوْمًا يَخَافُونَ ۙ الزَّكَاةِ وَإِيتَاءِ الصَّلَاةِ وَإِقَامِ اللَّهِ ذِكْرِ عَن بَيْعٌ وَلَا ةٌتِجَارَ تُلْهِيهِمْ لَّا رِجَالٌ وَالْأَبْصَارُ

এমন লোক, যাদেরকে ব্যবসা - বাণিজ্য ও বেচাকেনা আল্লাহর স্মরণ, নামায কায়েম ও যাকাত আদায় থেকে গাফেল করতে পারে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যে দিন অন্তর ও দৃষ্টি ওলট - পালট হয়ে যাবে।

(iv) সুরা বাকারা, আয়াত ২৭৫।

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ٢٧٥

যারা সুদ খায়, তারা তার ন্যায় (কবর থেকে) উঠবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দেয়। এটা এ জন্য যে, তারা বলে ক্রয় বিক্রয় সুদের মতই। অথচ আল্লাহ কারবারকে হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতঃপর যার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশবাণী পৌঁছল এবং সে বিরত হল, পূর্বে যা (সুদের আদান-প্রদান) হয়ে গেছে, তা তারই, তার বিষয় আল্লাহর জিম্মায় এবং আর যারা পুনরায় আরম্ভ করবে তারাই আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

৮৬। ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে কয়েকটি হাদিস বলুন।

উত্তরঃ (i) হালাল ব্যবসায়ে দশ ভাগের নয় ভাগ রিয্কের ব্যবস্থা রয়েছে;
(ii) সত্যবাদী, বিশ্বস্থ ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দিকীন ও শহীদদের সাথী হবে এবং
(iii) সর্বত্তোম উপার্জন হলো আল্লাহর পছন্দনীয় পন্থায় ব্যবসা করা।

৮৭। ব্যবসা বাণিজ্যে শরী,আহ্‌র সর্বোত্তম কয়েকটি নীতিমালা বলুন।

উত্তরঃ (i) সুদভিত্তিক লেনদেন হারাম;
(ii) ওজন ও পরিমাপে কম বেশি করা নিষিদ্ধ ;
(iii) মাদক ও মাদক জাতীয় ব্যবসা বাণিজ্য নিষিদ্ধ ;
(iv) ভেজাল ব্যবসা বাণিজ্য নিষিদ্ধ এবং

(v) ঘুষের আদান-প্রদান ইসলামে নিষিদ্ধ।

৮৮। সুদের বৈশিষ্ট্য বলুন।

উত্তরঃ (i) সুদের উদ্ভব হয় ঋণের ক্ষেত্রে। ঋণ নগদ অর্থে হোক অথবা পণ্য সামগ্রী আকারে হোক;
(ii) ঋণের শর্ত হিসেবে আসলের উপর অতিরিক্ত ধার্য করা;
(iii) অতিরিক্ত অংশের জন্য কোন বিনিময় না দেয়া এবং
(iv) কারবারের ফলাফলের সাথে অতিরিক্ত ধার্যের সম্পৃক্ততা না থাকা।

৮৯। ক্রয় বিক্রয়ের কয়েকটি শর্তের কথা বলুন।

উত্তরঃ (i) মাল হালাল হওয়া;
(ii) মালের অস্তিত্ব থাকা;
(iii) মালিকানা থাকা এবং
(iv) দাম নির্ধারণ করা।

৯০। মুনাফা কাকে বলে?

উত্তরঃ পুঁজি বিনিয়োগ করে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হতে মোট ব্যয় বাদ দিলে অতিরিক্ত যা থাকে তাই মুনাফা।
অর্থাৎ, Profit = Total Sales - Total Cost.

৯১। লোকসান কাকে বলে?

উত্তরঃ পুঁজির ক্ষয়ে যাওয়া অংশকে বলা হয় লোকসান।

৯০। বাকীতে বিক্রি করা জায়েজ কি না?

উত্তরঃ হ্যাঁ, বাকীতে বিক্রি করা জায়েজ।

৯৩। কিস্তিতে বাকীতে বিক্রি করা কি জায়েজ?

উত্তরঃ হ্যাঁ, কিস্তিতে বাকীতে বিক্রি করা জায়েজ।

৯৪। শতকরা হার কি সুদ?

উত্তরঃ শতকরা হার সুদ নয়। এটি একটি গাণিতিক বা পরিসংখ্যানিক প্রকাশভংগি মাত্র যা সহজে বোধগম্য ও সর্বজনগ্রাহ্য।

৯৫। নির্ধারিত হার কি সুদ?

উত্তরঃ নির্ধারিত হার হলেই সুদ হবে তা নয়। প্রকৃতপক্ষে, দামের ক্ষেত্রে বা ব্যবসায়িক সুবিধার্থে নির্ধারিত হার ব্যবহার করা একটি আধুনিক ব্যবসায়িক রীতি বা পদ্ধতি যার সাথে সুদকে সংশ্লিষ্ট করা যুক্তি সংগত নয়।

৯৬। Credit Card এর ব্যবহার কী জায়েজ?

উত্তরঃ সুদ বা শরী'আহ্ নিষিদ্ধ উপাদান থাকলে Credit Card এর ব্যবহার নিষিদ্ধ।

৯৭। যাকাত এর বিধান কী?
উত্তরঃ যাকাত ইসলামে ফরজ। সম্পদশালীকে তার সম্পদের উপর নির্ধারিত হারে যাকাত প্রদান করতে হয়।

৯৮। যাকাতের খাত কয়টি?
উত্তরঃ যাকাতের খাত ০৮ (আট) টি।

৯৯। যাকাতের খাতগুলো কী কী?
উত্তরঃ (i) ফকীর;
(ii) মিসকিন;
(iii) যাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারী;
(iv) যাদের হৃদয় আকৃষ্ট করা হয় তাদের জন্য;
(v) দাস মুক্তির জন্য;
(vi) ঋণগ্রস্থদের জন্য;
(vii) আল্লাহর পথে ও
(viii) পর্যটক ও মুসাফির।

১০০। স্বর্ণের পরিমান কতটুকু হলে যাকাত ফরজ হয়?
উত্তরঃ স্বর্ণের পরিমান সাড়ে সাত তোলা হলে যাকাত ফরজ হয়।

১০১। রূপার পরিমান কতটুকু হলে যাকাত ফরজ হয়?
উত্তরঃ রূপার পরিমান সাড়ে বায়ান্ন তোলা হলে যাকাত ফরজ হয়।

১০২। ইসলামী ব্যাংক গুলো কি যাকাত প্রদান করে?
উত্তরঃ হ্যাঁ। ইসলামী ব্যাংক গুলো নির্দিষ্ট কিছু reserve এর উপর যাকাত প্রদান করে।

১০৩। অর্থ সম্পদের উপর কী হারে যাকাত ফরজ হয়?
উত্তরঃ ২.৫% হারে।

১০৪। ব্যবসায়িক সম্পদের উপর কি যাকাত ফরজ হয়?
উত্তরঃ হ্যাঁ। ব্যবসায়িক সম্পদের উপর যাকাত ফরজ হয়।